গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২২ - ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

খুনিদের আড়াল করছে রাজস্থানের বিজেপি সরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, গো-রক্ষার নামে নরহত্যাকারীদের রক্ষায় বিজেপি-আরএসএস কতটা তৎপর তা আবার বোঝা গেল নিরীহ সাধারণ নাগরিক পহেলু খানের খুনিদের বাঁচাতে রাজস্থানের বিজেপি সরকারের ঝাঁপিয়ে পড়া দেখে। ১ এপ্রিল আলোয়ারে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি আর এস এস-বজরঙ দলের সঙ্গে যুক্ত ছয় দুষ্কৃতী বেআইনি গোরু পাচারের মিথ্যা অজুহাতে পহেলু খানের গলা টিপে ধরে মাটিতে ফেলে নির্দয়ভাবে লাথি মারতে মারতে তাঁকে মরণাপন্ন করে দেয়, তা একটি সেল ফোনে তোলা ভিডিওতে দেখা গেছে। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে পহেলু খান অভিযুক্তদের নামও বলে গেছেন। তা সত্ত্বেও ওই অভিযুক্তরা ঘটনাস্থলে ছিল না বলে সিআইডি এবং পুলিশ তাদের মুক্ত করে দিয়েছে। এই ঘটনা তদন্ত ও বিচারের নামে এক চূড়ান্ত প্রহসন। স্বঘোষিত গো-রক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির অন্যান্য কিছু নেতার বাক্যবাণ যে আসলে একেবারেই ফাঁকা বুলি তা প্রকট হয়ে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে নিরীহ মানুষ বিশেষত মুসলমান এবং দলিতদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়িয়ে তাদের হত্যা করার অবাধ লাইসেন্স এই সব খুনিদের সরকার দিয়েই দিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত রাজস্থানের বিজেপি সরকার জঘন্য খুনিদের শুধু আড়ালই করছে না, তাদের সঙ্গে খোলাখুলি হাত মিলিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আমাদের আবেদন— এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এগিয়ে আসুন। অপরাধীদের রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠার ভূমিকা পরিত্যাগ করতে ও বর্বর হত্যাকারীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি মানতে বিজেপি সরকারকে বাধ্য করুন।

পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির পক্ষে নির্লজ্জ সাফাই বিজেপি মন্ত্রীর

'যার গাড়ি কেনার ক্ষমতা আছে, তিনি না খেয়ে নেই। তিনি কেন পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম দিতে পারবেন না?'—এই যুক্তি তুলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পর্যটন ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী আলফোন্স কন্নানথনম পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির পক্ষে নির্লজ্জ সাফাই গাইলেন। বোঝা যায়, এঁরা হলেন টবের ফুল গাছ— যাঁদের সাথে সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও যোগ নেই। থাকলে বুঝতে পারতেন, সরকারের মন্ত্রী আমলা অফিসাররা দেশজুড়ে যে কয়েক লক্ষ গাড়ি ব্যবহার করেন, সেই তেলের দাম উসুল হয় হতদরিদ্র জনগণের ঘাড় ভেঙেই। দরিদ্র মানুষের প্রতি ন্যূনতম দরদ থাকলে তাঁরা বুঝতে পারতেন, ডিজেল চালিত বাস-ট্রাক-ম্যাটাডোর-ভুটভুটি নৌকা প্রভৃতি গণপরিবহণের মালিকরা নিজেদের পকেট থেকে এই বর্ধিত দাম দেয় না, বাড়তি দামের বোঝা ভাড়া বাড়িয়ে তারা চালান করে দেয় সাধারণ মানুষের উপর, যাদের সিংহভাগেরই দু'বেলা পুষ্টিকর খাবার জোটে না। ডিজেলের দামবৃদ্ধি যে সেচের খরচ বাড়িয়ে কৃষকের স্বার্থে আঘাত হানে, পণ্যপরিবহণ খরচ বাড়িয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়, তা না বোঝার মতো লোক অবশ্য তিনি নন। ধূর্ত শাসকের মতো তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, পেট্রোপণ্যে আমরা ট্যাক্স চাপাচ্ছি গরিবের স্বার্থে'।

পেট্রোপণ্যের দামবৃদ্ধি নিয়ে বিজেপি সরকারের ভূমিকা সাধারণ মানুষের মধ্যে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আজ

সাতের পাতায় দেখুন

উৎসবের সুযোগে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম বাড়ানো অন্যায় ও অযৌক্তিক

দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ শারদ উৎসবের সময়ে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম দ্বিগুণ বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে তা চূড়ান্ত জনবিরোধী ও অনৈতিক। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

এ বিষয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুর পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদপত্র দক্ষিণ-পূর্ব রেলের চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারকে পাঠানো হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নবান্ন অভিযান

সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের মাসিক ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা বেতন, সরকারি স্থায়ী কর্মীর মর্যাদা, পেনশন এবং সামাজিক সুরক্ষা সহ প্রকল্পটির সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে তিন সহস্রাধিক কর্মী-সহায়িকা ১৪ সেপ্টেম্বর নবান্ন অভিযান করেন। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের ডাকে এই অভিযান। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এক সুসজ্জিত মিছিল রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে পৌঁছায়। সেখানকার সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এবং এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সভায় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত, শিপ্রা মিত্র, রুমা মণ্ডল, সুপর্ণা ঘড়া, তপতী ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী পোল্লে প্রমুখ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বক্তব্য রাখেন। তিনটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও বিভাগীয় মন্ত্রীর

দুয়ের পাতায় দেখুন

মোদি সরকারের নীতিতে পাটশিল্প সংকটে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিন্থেটিক ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে পাট শিল্পকে ধ্বংস করতে নেমেছেন।

পাটজাত সামগ্রীর প্রধান ক্রেতা সরকার নিজে। মূলত খাদ্যশস্যের প্যাকেজিং-এর জন্য চটের বস্তা, ব্যাগ ইত্যাদি কিনে থাকে সরকার। বিজ্ঞান দেখিয়েছে পাটজাত সামগ্রী পরিবেশ অনুকূল এবং দূষণমুক্ত। তা সত্ত্বেও সরকার খাদ্যশস্য প্যাকেজিং-এ চটের বস্তার ব্যবহার ভীষণভাবে কমাচ্ছে। বাড়াচ্ছে প্লাস্টিক বা সিন্থেটিক ব্যাগের ব্যবহার যা পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কেন্দ্রীয় সরকার কেন এই অপকর্মটি করছে? আসলে, যে পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানির মালিকরা, প্লাস্টিক পলিথিন শিল্পের বড় বড় পুঁজিপতিরা নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে রয়েছে, তাঁর নির্বাচনী প্রচারে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শত শত কোটি টাকা জুগিয়েছে এবং জুগিয়ে চলেছে, তাদের ব্যবসার সুবিধা করে দিতেই পাটের বাজার ধ্বংস করা হচ্ছে।

১৯৮৭ সালের আইনে বলা ছিল খাদ্যশস্য প্যাকেজিং-এ চটের ব্যাগের ১০০ শতাংশ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর মোদি সরকার এই আইন পাল্টাতে শুরু করে। এবং তিন বছরের মধ্যেই চিনিতে চটের ব্যাগের ব্যবহার ৮০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে, খাদ্যশস্যে কমিয়েছে ১৫ শতাংশ। সরকারের ঘোষণা, ২০২৪ সালের মধ্যে তা কমিয়ে ৫০ শতাংশ করে দেওয়া হবে।

ফল কী দাঁড়াবে? বাংলার ৪০ লক্ষ পাট চাষি পথে বসবে। বিপন্ন হবে চট শিল্পের আড়াই লক্ষ শ্রমিক। শিল্পে বাংলা আরও গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। বেকার সমস্যা রাজ্যকে আরও গ্রাস করবে। বাস্তবে মোদি সরকার শ্রমিক চাষির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। পুঁজিপতি শ্রেণির দালালি করতে গিয়ে শ্রমিক চাষির গলা কাটছে।

চাষিদের কাছ থেকে পাট কেনার জন্য ১৯৭১ সালে তৈরি হয়েছিল জুট কর্পোরেশন

দুয়ের পাতায় দেখুন

হারাতে দেব না ধরার ধূলায়

প্রথম দফায় সত্তর, দ্বিতীয় ধাপে একষট্টি। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী শুধু আগস্ট মাসেই মোট সংখ্যা দুশো নব্বই। না, 'আচ্ছে দিন'-এর উন্নয়নের খতিয়ান এটা নয়। এই পরিসংখ্যান পৃথিবীর আলোয় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার আগেই ঝরে যাওয়া সদ্যফোটা প্রাণের কুঁড়ির।

গোরক্ষপুরের বাবা রাঘবদাস মেডিকেল কলেজ। প্রথম সূর্যের উষ্ণ অভ্যর্থনা গায়ে মেখে পরম নির্ভরতায় মায়ের বুক আঁকড়ে ধরা ছোট্ট পেলব শরীরগুলি চিরতরে নিথর হয়ে গেল। মা-বাবার চোখের সামনেই। অক্সিজেনের অভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে শেষ হয়ে যাওয়া? এনসেফ্যালাইটিস? সময়ের আগে প্রসব? সংক্রমণ? যুক্তি-তর্ক, পাল্টা যুক্তি, তদন্ত কমিশন, অন্যদিকে প্রায় প্রতিদিন নতুন কোনও শিশুর শব।

এই সেই উত্তরপ্রদেশ, যেখানে আকাশছোঁয়া উন্নয়ন-এর সোনালী প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার।

দায় স্বীকার বা দুঃখপ্রকাশের ধারকাছ দিয়েও যাননি বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা। এমনকী এতটুকু অনুতাপের সুরও শোনা গেল না তাদের গলায়। সরকারের চূড়ান্ত অপদার্থতা, গাফিলতি নিয়ে মানুষ যখন ক্ষোভে উত্তাল, তখন হাসপাতালের কার্যনির্বাহী অধ্যক্ষ বলে দিলেন—'পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে'। আর মোদি বাহিনীর দক্ষ সৈনিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সদ্য সন্তান হারানো শোকাতুর পরিবারের দিকেই অভিযোগের তির ঘুরিয়ে দিলেন। সরকারের কাছে শিশু মৃত্যুর জবাবদিহি চাইতে আসা 'অবাধ্য' নাগরিকদের প্রতি তাঁর ক্ষুব্ধ শ্লেষঃ 'আমার তো মনে হয়, এ বার বাচ্চার দু'বছর বয়স হয়ে গেলেই লোকে সরকারের ভরসায় তাদের ছেড়ে দেবে। চাইবে, সরকারই তাদের ভরণ-পোষণ করুক'। গরিবগুর্বো মানুষগুলো ঝাঁ চকচকে বেসরকারি নার্সিংহোমে না গিয়ে, বাঁচার আশায় সরকারি হাসপাতালে ভিড় জমায়। রাজ্যের বা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কোন মাহাত্মগুণে মানুষ এতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে সন্তানদের দায়ভার সরকারের হাতে তুলে দেবে, তা অবশ্য খুলে বলেননি মুখ্যমন্ত্রী। সরকার ব্যস্ত ধোঁকাবাজিতে। শতাধিক মানুষের মৃত্যু সাধারণ নাগরিকদের চূড়ান্ত হয়রানির মধ্য দিয়ে নোটবন্দির নাটক? গোরক্ষার নামে একের পর এক বীভৎস হত্যা, জনগণের ওপর চেপে বসা কর-দর-মূল্যবৃদ্ধির তেতো দাওয়াই, মুক্তমনা প্রতিবাদীদের খুন করে বিরুদ্ধ স্বরকে সমঝে দেওয়া— তালিকা দীর্ঘতর।

নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতি, মিথ্যাচার, দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য, অশালীন আচরণ, মুখ বুজে মার খাওয়া, আর মার খেতে খেতে মৃতপ্রায় মানুষগুলোর প্রতি এমন নির্লজ্জ, অমানবিক মন্তব্য করছেন আদিত্যনাথরা। ক্ষমতার দম্ভে তাঁরা ভুলে গেছেন একদল মানুষ মার খেতে খেতেও উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়াবে, যেদিন পাবে উন্নত নৈতিক বল, আদর্শের সন্ধান। শাসকের অত্যাচারই শেষ কথা নয়, সন্তানহারা মায়ের ঘৃণার আগুনে ওরা জ্বলবেই।

'শিক্ষারত্ন' বাছাইয়ে সরকারের দুর্নীতি

এবার শিক্ষারত্ন সম্মান বাছাই প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্নের মুখে তৃণমূল সরকার। সরকারের ৬ বছরের রাজত্বে বহু বিষয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে শিক্ষকদের শিক্ষারত্ন সম্মান প্রদানের বাছাই করা নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের তরফে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। কিন্তু যাঁদের মনোনীত করা হয়েছে তাঁদের অনেকেই নিজেদের বইয়ের ব্যবসা, প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে যুক্ত। আবার এমনও আছেন যিনি নিজে স্কুলে যান না, বদলে অন্য একজনকে পাঠান। কিন্তু শাসকদল ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তিনিও 'রত্ন' হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। গত বছরও এমন ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। একটি জেলায় পঞ্চায়েত সভাপতির নামও এই পুরস্কারের মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। সরকারের এই 'শিক্ষারত্ন সম্মান' প্রদানের প্রক্রিয়া নিয়ে তাই বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন আপত্তি তুলে অনুষ্ঠান বয়কট করেছে।

শিক্ষারত্ন সম্মান একজন শিক্ষককে প্রদান করা হয় তাঁর সারা জীবনের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে। যদিও 'শিক্ষারত্ন সম্মান' নামে এই পুরস্কার চালু করেছে বর্তমান সরকার। অতীতে শিক্ষকদের কাজের জন্য জাতীয় শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রপতি তাঁদের পুরস্কার দিতেন। বর্তমানে যে প্রক্রিয়া চালু আছে তাতে একজন শিক্ষককে নিজেকে আবেদন করতে হয় শিক্ষা দপ্তরের কাছে যা অত্যন্ত অসম্মানজনক।

শিক্ষককে তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে এবং তাঁর কাজকে উৎসাহিত করার জন্য সঠিক উপায়ে নির্বাচন প্রয়োজন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দিয়ে কমিটি করে সেই কমিটি মারফত নিরপেক্ষভাবে শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন করার পরই এই সম্মান প্রদান করা উচিত। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের প্রতি তার দায়বদ্ধতা, শিক্ষার উন্নতির স্বার্থে, সামাজিক স্বার্থে শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা দরদি মানুষ হিসাবে তাঁর ভূমিকা অবশ্যই বিচার করে দেখা দরকার। তা না করে শিক্ষকদের উপর শুধু দলীয় ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য, নেতাদের বশংবদ করে রাখার জন্য রাজনৈতিক কারণে বর্তমান সরকার এই পুরস্কার চালু করেছেন। পূর্বতন সিপিএম সরকারের সময়ও যেভাবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দলীয় নির্দেশেই করা হত। দলীয় আনুগত্য আছে কি না সেটাই ছিল অন্যতম প্রধান যোগ্যতা। বিভিন্ন মনোনীত ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদানও তারই ভিত্তিতে করা হত। সর্বক্ষেত্রে দলতন্ত্র যেভাবে কায়েম হয়েছিল বর্তমান সরকারও সেই পথেই হাঁটছে।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং এলাকার এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ সংগঠক ও গোপালপুর-হাট-পুকুরিয়া আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড মন্টুলাল মণ্ডল ৫ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। ভাগচাষিদের স্বার্থরক্ষা ও বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৬৭-'৬৮ সালে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন।

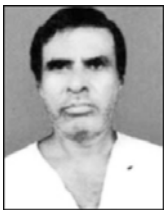

তিনি বি এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েও গরিব কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে যুক্ত থাকার লক্ষ্যে পরিবারে অভাব থাকা সত্ত্বেও কোনওদিন চাকরির পরীক্ষাতেও বসেননি। পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রতিটি গণ-আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। বেশ কয়েক বার কারাবরণ করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। সরল, আত্মভোলা মানুষটি দলের ঐক্য সংহতি রক্ষায় সর্বদা জোর দিতেন। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট কমরেডদের নেতৃত্বে কাজ করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে এলাকার পার্টি কর্মী-সমর্থক-দরদিরা তাঁর বাসভবনে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা জানান।

১১ সেপ্টেম্বর গলাডহরান প্রাইমারি স্কুল মাঠে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। নিকারীঘাটা-দাড়িয়া, গোপালপুর-হাটপুকুরিয়া, ইটখোলা, মেরীগঞ্জ লোকাল কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ বহু সাধারণ মানুষ এই সভায় সমবেত হন। পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদল সরদার, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ স্মৃতিচারণায় প্রয়াত কমরেড মণ্ডলের বৈপ্লবিক গুণাবলী তুলে ধরেন।

কমরেড মন্টুলাল মণ্ডল লাল সেলাম

পাটশিল্প সংকটে

একের পাতার পর

অব ইন্ডিয়া (জে সি আই)। সরকারের এই নীতির জন্যই জে সি আই বাজারে নেমে পাট কিনছে না। ফলে পাটের দাম হু হু করে কমছে। কাঁচা পাটের সহায়ক মূল্যের থেকে প্রতি কুইন্টালে ৩০০ টাকা কম দামে চাষিকে বিক্রি করতে হচ্ছে। গত বছর সহায়ক মূল্য ছিল ৩০০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। চাষি বিক্রি করেছে ২,৬০০ টাকা/২,৭০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। সরকারি নীতির জন্যই চাষি আজ মারাত্মক শোষণের শিকার।

সার-বীজ-কীটনাশক সহ চাষের সব উপকরণের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে পুঁজিপতিরা ইচ্ছামতো দাম বাড়াচ্ছে। আবার এরাই বাজারে প্রভাব খাটিয়ে কৃষিপণ্যের দাম ইচ্ছামতো নামিয়ে দিয়ে সুপার প্রফিট ঘরে তুলছে। কৃষক ন্যায্য দাম না পেয়ে ঋণের জালে জড়াচ্ছে এবং সর্বস্ব হারাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে। এই হচ্ছে পুঁজির শৃঙ্খল — যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে কৃষক।

মোদি সরকারের এই কৃষকমারা নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। প্রতিবাদ জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস) এবং শ্রমিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এ আই ইউ টি ইউ সি)।

রাজ্য সরকারের ভূমিকাও লক্ষণীয়। রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের এই নীতির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হওয়া দরকার সেটা লক্ষ করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া রাজ্যও সীমিত ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও চটের ব্যাগ ব্যবহার আবশ্যিক করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার উদাসীন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নবান্ন অভিযান

একের পাতার পর

দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেয়। এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিনহা বলেন, ২৮ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকার ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে। প্রকল্পটি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। প্রকল্পটির উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশিরভাগ রাজ্য সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের শূন্যহাতে বিদায় দেওয়া হচ্ছে, যা অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটি পদক্ষেপ।

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠনকে সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান রাজ্য সম্পাদিকা। সভাপতি কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই দাবি আদায় সম্ভব। যা দিল্লি রাজ্যের আই সি ডি এস কর্মীরা পেরেছে।

বহরমপুর হাসপাতাল চালুর দাবিতে কনভেনশন

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের অব্যবস্থা ও হয়রানি দূর করে পরিষেবার উন্নয়ন এবং বহরমপুর শহরের মধ্যস্থলে সদর হাসপাতাল পুনরায় সম্পূর্ণভাবে চালু করার দাবিতে ৩ সেপ্টেম্বর বহরমপুর গ্রান্ট হলে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

সমস্ত প্রকার বিভাজনবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও পৃথকতাবাদের মূলে পুঁজিবাদ

গুয়াহাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভায়

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

৮ আগস্ট গুয়াহাটি জেলা গ্রন্থাগার সভাকক্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভায় দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, আজকের এই সভা আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে সর্বহারার মহান নেতা, এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে। দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার পথে প্রতিদিনই আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের অনবদ্য শিক্ষাগুলি চর্চা করি এবং উপলব্ধিকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম করি। আবার তাঁর স্মরণসভার বিশেষ দিনটিতে তাঁরই শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা সর্বশেষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করে কর্তব্য নির্ধারণ করি।

শুরুতেই আমি তাঁর অমূল্য শিক্ষার কয়েটি দিক আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই। কমরেড শিবদাস ঘোষই প্রথম দেখান, এদেশে নামে একটি কমিউনিস্ট পার্টি থাকলেও তা আদৌ কমিউনিস্ট পার্টি নয়। কারণ এই পার্টির নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি আদৌ অনুসরণ করেননি। পার্টি গড়ে তোলার আগে একটা সর্বাত্মক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম দিয়ে যেভাবে একটা জ্ঞানের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়, এর ভিত্তিতে যৌথ নেতৃত্ব এবং তার বিশেষীকৃত রূপের জন্ম দিতে হয়— সে পথে তাঁরা যাননি। তাই '৪০-এর দশকেই কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষে দ্রুত একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন। কোনও সহায় সম্বল নেই, কোনও নাম-ডাকনেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ডিগ্রি নেই। মাত্র কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে তিনি এই কাজ আরম্ভ করেন এবং কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই কথাটা উল্লেখ করলাম এই জন্যই যে কমরেড শিবদাস ঘোষের উপলব্ধি এবং প্রজ্ঞা শুরুতেই কোন জায়গায় পৌঁছেছিল এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তা প্রতিফলিত হয়েছিল।

একটা বিপ্লবী দল গঠনের প্রশ্নে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি, পরবর্তী সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করেছেন, সেটা কী? মার্কসবাদের শিক্ষা হচ্ছে, তত্ত্বগত সংগ্রাম এবং বাস্তবে তা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে বিপ্লবী দল গড়ে তোলা অসম্ভব। দল গড়ে তোলার শুরুতেই একটা কঠোর ও কঠিন সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে শ্রেণিচেতনার জন্ম দিতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে পরস্পর বিরোধী দুই শ্রেণি চিন্তা বিদ্যমান। মার্কসবাদের সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব যখন হয়েছে সমাজের শ্রেণি বিভাজন ঘটেছে। দাসপ্রথা এসেছে। দাসপ্রভু এবং দাস এই দুই ভাগে সমাজ বিভক্ত হয়েছে। দাসপ্রভুরা উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হয়ে ৯৫ ভাগ মানুষকে শোষণ করার জন্য তাদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পরে এসেছে সামন্ততন্ত্র। এখানেও সমাজ সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস এই দুই ভাগে বিভক্ত। তারপর এল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ উৎপাদন যন্ত্রের মালিক এবং শ্রমদাসে বিভক্ত হয়ে গেল। তাই একথা ভুললে চলবে না যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে দুই শ্রেণির পরস্পরবিরোধী স্বার্থ এবং তা থেকে উদ্ভূত পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা বিদ্যমান। সেদিক থেকে বিচার করলে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সৃষ্ট প্রতিটি চিন্তারই শ্রেণিচরিত্র থাকতে বাধ্য। এই শ্রেণিচরিত্রের ভিত্তিতে যে কোনও বিষয় বিচার করতে না পারলে কোনও বিষয়েই সঠিক সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। যে কোনও চিন্তা সেটা কোন শ্রেণির পক্ষে, কোন শ্রেণির বিরুদ্ধে তা নির্ধারণ করাটাই হচ্ছে মূল বিষয়।

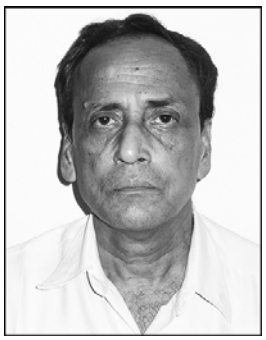

মার্কসবাদের এই মৌলিক সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করেই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এর প্রতিষ্ঠাতারা এই সমস্ত মৌলিক শিক্ষার কোনও কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। শ্রমিক শ্রেণির চিন্তার নির্যাস তাঁরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা, মহান মার্কসের বক্তব্য যে, communism is humanism minus private property অর্থাৎ সাম্যবাদ হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ বিবর্জিত মানবতাবাদ। কমিউনিস্ট আন্দোলনে যাঁরা এগিয়ে আসবেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে উদ্ভূত মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। এই সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে সকল উদ্যোক্তাদেরই শ্রেণিচ্যুত হতে হবে অর্থাৎ শোষক শ্রেণির সমস্ত রকম চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হবে, সর্বহারা শ্রেণির চিন্তায় সিক্ত হতে হবে। এইভাবে জীবনের সকল দিক জড়িত করে তত্ত্বগত এবং প্রয়োগগত উভয় ক্ষেত্রেই এই সংগ্রাম সাফল্যের সাথে পরিচালনা করার পরই একমাত্র দলের সাংগঠনিক রূপ দেওয়া যেতে পারে। কোনও অবস্থাতেই এই মূল পথনির্দেশকে অগ্রাহ্য করে যেমন তেমন ভাবে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা যায় না। রাশিয়াতেও এই প্রশ্নে প্লেখানভদের সাথে লেনিনের গভীর মতপার্থক্য হয়েছে। মার্টভ, প্লেখানভরা বলেছিলেন, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে যাঁরা বিপ্লবী দলে আসবেন তাঁদের ক্ষেত্রে কোনও না কোনও পার্টি কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসার শর্ত রাখার দরকার নেই। তীব্রভাবে এই ধারণার বিরোধিতা করে লেনিন বলেছেন, এমনটা করলে বিপ্লবী পার্টি বাক্যবাগীশ-এ ভর্তি হয়ে যাবে। এইসব কারণেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, পার্টির সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার আগে একটা সর্বাত্মক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির চিন্তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে oneness in thinking, uniformity of thinking, oneness in approach এবং singleness of purpose গড়ে তোলা প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক শর্ত। অবিভক্ত সিপিআই এবং তারপর সিপিএম এবং তারপর নকশালপন্থী দলগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা তো হয়নিই বরং দেখা গেছে, যথেষ্ট ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী লোকজনও পার্টির কেবল সদস্যই নয়, নেতা পর্যন্ত হয়ে গেছেন। এই সমস্ত দিক এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, অবিভক্ত সিপিআই প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি নয়। কিন্তু তাই বলে সেটা কোনও রাজনৈতিক দল নয় একথা বলা যাবে না। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সিপিআই যদি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি না হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কোন শ্রেণির দল? তার উত্তর তিনিই দিয়েছেন। বলেছেন সিপিআই মুখ্যত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি হিসাবেই গড়ে উঠেছে, প্রকৃত অর্থে যার সাথে বুর্জোয়া দলের কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। পেটিবুর্জোয়া মানে অর্থনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে পুঁজিপতি হওয়ার অক্ষমতা থাকলেও সেই আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। আরও বলেছেন, এদের মূল রাজনীতি হচ্ছে social democracy। অর্থাৎ শ্রম ও পুঁজির মধ্যে যে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব রয়েছে, তার মধ্যে ওরা আপসকামী শক্তি হিসাবে কাজ করে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণামে যা হবার তাই হয়েছে। সিপিআই, সিপিএম আজ প্রকাশ্যেই শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে আপসের পথ বেছে নিয়েছে। সিপিআই সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের সেদিনকার এই হুঁশিয়ারি আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদের বর্তমান অবস্থান কমরেড শিবদাস ঘোষ তো প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু এদের সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন এই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন সেদিনের অবস্থা আজকের মতো ছিল না। তখন সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গৌরবময় দিন। কমরেড স্ট্যালিন জীবিত। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে সিপিআইয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেদিন সমাজতন্ত্রের প্রতি শ্রমিক শ্রেণির যে সুতীব্র আগ্রহ গড়ে উঠেছিল সেটা ওদের আলোকিত করে রেখেছিল। এরা কমিউনিস্ট— জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাই প্রবলভাবে কাজ করছিল। এই বাতাবরণেও অবিভক্ত সিপিআই সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। ভেবে দেখতে হবে কী গভীর সত্যোপলব্ধির অধিকারী হলে এটা সম্ভব। বলা বাহুল্য, কোনও অলৌকিক শক্তিতে নয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে অতি কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়েই তিনি এই জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। সত্য উপলব্ধির জন্য সংগ্রামের এই জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের পার্টিকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে এবং তার বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে আমাদের এই বিপ্লবী উপলব্ধিকে গভীর থেকে গভীরতর করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনও ধরনের আপস করা চলবে না।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, এই সংগ্রাম একদিন দু'দিনের নয়, নিরন্তর, আমৃত্যু। এই সংগ্রাম যৌনজীবন সহ জীবনের সকল দিক ব্যাপ্ত করে। এই সংগ্রামে বিন্দুমাত্র শিথিলতা এলে চলবে না। গুরুত্বের সঙ্গে বারবার তিনি বলেছেন গভীর এবং প্রখর তত্ত্বজ্ঞান যা ক্রমাগত উন্নততর হচ্ছে তা ব্যতিরেকে বিপ্লবী জীবনধারণ সম্ভবপর হবে না। এই প্রশ্নে খামতি থাকার জন্যই লেনিনের হাতে গড়া রাশিয়ার যে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লব সম্পন্ন করল, পরবর্তীতে লেনিন, স্ট্যালিনের অবর্তমানে সেই পার্টি বুর্জোয়া পার্টিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং তার পরিণামে সেখানে পুঁজিবাদ ফিরে এল। চীনেও তাই হল। এর থেকে আমাদের অতি অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রেখেই আদর্শগত মান প্রতিদিন উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে হবে।

তৃতীয়ত, বিপ্লবী দল গড়ে তোলার আরেকটা অপরিহার্য শর্ত হল, দলের ভিতরে, লেনিনের ভাষায়, একদল প্রফেশনাল রেভোলিউশনারির জন্ম দেওয়া এবং ক্রমাগত তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যাদের কাছে বিপ্লবই জীবন, বিপ্লব এবং ব্যক্তি যথার্থই একাকার। লেনিনের শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না যদি তার আগে একটা বিপ্লবী দলের জন্ম না হয় এবং সর্বহারা শ্রেণির উপর সে তার প্রভাব এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে। তাহলে বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য একটা বিপ্লবী তত্ত্বের জন্ম দেওয়া এবং তার ভিত্তিতে বিপ্লবী দল গড়ে তোলা, নিরন্তর সংগ্রাম করে অধিক সংখ্যায় দলের ভিতর একদল প্রফেশনাল রেভোলিউশনারির জন্ম দেওয়া, যারা মনে প্রাণে সংস্কৃতিগত ভাবে বিপ্লবী দলের সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে একাত্ম হয়ে যাবে, তাদের সংস্কৃতির ধাঁচটি এমন হবে যে, তাদের জীবনে নিছক ব্যক্তিগত কোনও কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। দলের অভ্যন্তরে আদর্শগত ক্ষেত্রে যৌথ জ্ঞান, যৌথ চেতনা এবং তার ভিত্তিতে যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দেওয়ার সংগ্রাম চালাতে হবে। এই পথেই চেতনার উচ্চতর রূপটি প্রফেশনাল রেভোলিউশনারিদের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, কেন্দ্রীয় কমিটি অতি অবশ্যই এই প্রফেশনাল বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত হবে। রাজ্য কমিটিও এদের নিয়েই গঠিত হওয়া উচিত। অন্যান্য স্তরেও যতটা সম্ভব এদের নিয়েই নেতৃত্ব গড়ে তোলা উচিত। দলের অভ্যন্তরে নিরন্তর অতি উন্নত মানের আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে এদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যে এদের চিন্তা-চেতনার মান যেন ক্রমাগত উপরের দিকে যায়। কোনও অবস্থাতেই তা নিম্নগামী না হয়, কোনও dilution না ঘটে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে কমরেড শিবদাস ঘোষের আরেকটি অনবদ্য অবদান হচ্ছে, কমিউন সংক্রান্ত ধারণা। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ইতিপূর্বে এই ধারণা এমনভাবে গড়ে ওঠেনি বা তার প্রয়োজনটাও আজকের মতো অতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। উন্নততর কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার একটি পর্যায়ে নেতা ও কর্মীদের নিয়ে এই কমিউনগুলি গড়ে উঠবে। পুঁজিবাদের অবক্ষয়িত যুগে নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদ যখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

কয়লার দাম কমেছে ৪৭ শতাংশ
বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবি

কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমেছে। কয়লার উপর ট্যাক্স কমেছে ৭ শতাংশ। তা হলে বিদ্যুতের দাম কমবে না কেন? প্রশ্ন তুলেছে, অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমাতে হবে এই দাবিতে ১২ সেপ্টেম্বর জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় সংগঠনের বর্ধমান জেলা কমিটি। সংগঠনের দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত বোরো চাষিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের এল পি এস সি মকুব করতে হবে। এদিন বিকালে গ্রাহক সচেতনতা শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি কুণাল বিশ্বাস।

সংগঠনের ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির উদ্যোগে ৮ সেপ্টেম্বর ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় (ছবি)। কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যেমন প্রথম দফায় ১০০০ খুঁটি এবং কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত বাঁশের খুঁটি পরিবর্তন করা হবে, অস্থায়ী কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়তি জমা নেওয়া টাকার তালিকা হাতে পেলেই তা ফেরত দেওয়া হবে। বন্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ সমস্ত মিটার আগামী দুই মাসের মধ্যে পরিবর্তন করা হবে। মার্কণ্ডপুরে আরও একটি নতুন ট্রান্সফর্মার বসানো হবে। জঙ্গলমহল এলাকার ত্রুটিপূর্ণ বিলগুলির নামের তালিকা জমা দিলেই সেগুলি দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ সাঁইথিয়ায়

১১ সেপ্টেম্বর বীরভূমের সাঁইথিয়াতে এক গৃহবধূর উপর পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে জেলার এম এস এস সংগঠকরা কমরেড সাথী পালের নেতৃত্বে এস পি অফিসে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন।

শহিদ স্মরণ

১০ সেপ্টেম্বর বীর বিপ্লবী বাঘা যতীনের ১০৩তম শহিদ দিবস পালন করা হয়। এদিন কলকাতায় এআইডিওয়াইও লেক আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বহু যুবক স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন। শিবিরে ৩২ জন যুবক রক্তদান করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর হাতিবাগানে বিপ্লবী যতীন দাশের জন্মস্থানে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

কাজের দাবিতে যুব সম্মেলন

সকল বেকারের কাজের দাবিতে, সাম্প্রদায়িকতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ১০ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার খাকুড়দহ-জাঙ্গালিয়াতে যুব সম্মেলন

ত্রাণের দাবিতে বালুরঘাটে বন্যার্তদের বিক্ষোভ

বন্যাদুর্গদের ভেঙে পড়া ঘর-বাড়ির পুনর্নির্মাণ, ফসলের ক্ষতিপূরণ, বিনামূল্যে খাওয়া-থাকা-চিকিৎসার ব্যবস্থা, সমস্ত ঋণ মকুব প্রভৃতির দাবিতে বন্যাদুর্গত জনমঞ্চের উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দুই শতাধিক বন্যার্তের পক্ষ থেকে নন্দা সাহা ও বীরেন মহন্ত বিডিওর হাতে দাবিপত্র তুলে দেন।

উপরোক্ত দাবিগুলির সাথে দক্ষিণ দিনাজপুরকে বন্যাকবলিত জেলা হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) বংশীহারী ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বন্যার্ত ছাত্রদের ফি মকুবের দাবি

উত্তর দিনাজপুর জেলার বন্যাকবলিত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত ফি মকুব এবং শিক্ষাসামগ্রী প্রদানের দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জের বিডিওকে স্মারকলিপি দেয় এ আই ডি এস ও। অন্যদিকে জেলার বিভিন্ন স্থানে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও স্বাস্থ্য শিবির হয়।

ছবিতে রায়গঞ্জের একটি ত্রাণ শিবির

বন্যাত্রাণের চিত্র প্রদর্শনী ভেঙে দিল পুলিশ

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে বন্যাত্রাণের চিত্র প্রদর্শনী পুলিশ দিয়ে ভেঙে দিল এস এস কে এম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে এই হাসপাতালের মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রী ও জুনিয়ার ডাক্তাররা অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং-এ এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, ছাত্র-ছাত্রী ও ডাক্তারদের সেবামূলক কর্মসূচির এই প্রদর্শনী ভেঙে দেওয়া খুবই নিন্দনীয়। এটা ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করারই নামান্তর। এ আই ডি এস ও-র সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে বন্যাদুর্গতদের মধ্যে।

বর্ধমানে জেলাশাসক দপ্তরে হকারদের বিক্ষোভ

নতুন রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরির ফলে উচ্ছেদ হওয়া হকারদের উপযুক্ত পুনর্বাসন, হকারদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া, হকার আইন ২০১৪ অনুযায়ী সকল হকারকে পরিচয়পত্র দেওয়া, হকার পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি দাবিতে ৬ সেপ্টেম্বর তিনশো হকার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা মিছিল করে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেন।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন সারা বাংলা হকার্স ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ, এ আই ইউ টি ইউ সি-র বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য, জনপ্রিয় হকার্স ইউনিয়নের সম্পাদক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস এবং দশরথ সাউ ও তৌফিক আহমেদ।

এ ডি এম উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

পাঁশকুড়ায় বানভাসিদের আন্দোলনে হামলা

ঘাটালের বিধায়ককে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের দাবিতে সক্রিয় হতে দেখা গেল না। বরং তিনি সক্রিয় হয়ে উঠলেন বানভাসি মানুষের আন্দোলনে একদল দুষ্কৃতী লেলিয়ে দিয়ে আন্দোলন ভাঙতে। ৭ সেপ্টেম্বর পাঁশকুড়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রানিচক মোড়ে পাঁচ শতাধিক বন্যাদুর্গত মানুষের পথ অবরোধে ওই দুষ্কৃতীদের আক্রমণে আহত হলেন মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ উপস্থিত সাংবাদিকরাও। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর জেলাশাসক এবং এস পি-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান বলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি মতো অর্থ বরাদ্দ করলে দুই মেদিনীপুরের লক্ষ লক্ষ মানুষকে এভাবে প্রতি বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত না।

পাট্টার দাবি কেশিয়াড়ীতে

কেশিয়াড়ীর ৯ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কানপুর গ্রামে ১২৬ টি ভূমিহীন পরিবার গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সরকার ঘোষিত প্রায় ১৫ বিঘা জমির উপর চাষবাস, ব্যবসা বাণিজ্য করে আসছে। অবিলম্বে তাদের পাট্টা প্রদানের দাবিতে ৭ সেপ্টেম্বর কেশিয়াড়ী ব্লক ভূমিহীন, বাস্তুহীন নাগরিক সমাজের উদ্যোগে ভূমি রাজস্ব দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মহারাষ্ট্রে নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন

মহান নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে ৯ সেপ্টেম্বর নাগপুরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে কমিটির সদস্যবৃন্দ সর্বহারার মহান নেতা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণকুমার সিংহ। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন দলের নাগপুর জেলা সম্পাদক কমরেড বিজেন্দ্র রাজপুত। সভাপতিত্ব করেন উদযাপন কমিটির মহারাষ্ট্র রাজ্য কো-অর্ডিনেটর কমরেড অনিলকুমার ত্যাগী।

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনী জনসভা ওড়িশায়

মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে ১৪ সেপ্টেম্বর ওড়িশার কোরাপুট জেলার বৈপারিগোদায় সহস্রাধিক কৃষক-শ্রমিক-মহিলা-ছাত্র-যুবদের এক মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কোরাপুট লোকাল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড সূর্যনারায়ণ বিষয়ী। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদাশিব দাস। এদিন আদিবাসী চাষিদের জমির পাট্টা প্রধান, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করা, পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ, রেশন কার্ড প্রদান প্রভৃতি দাবিতে বিডিওর মাধ্যমে জেলা কালেক্টরের কাছে দাবিপত্র পাঠানো হয়।

ঝাড়খণ্ডে কোল ওয়াশারিতে চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ

দূষণমুক্ত কোল ওয়াশারি চালু করা, বেকার যুবকদের কাজ, স্থানীয় মানুষদের জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র, বিনামূল্যে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি দাবি নিয়ে ২৪ আগস্ট ঝাড়খণ্ডে বিসিসিএল-এর নির্মীয়মাণ দহিবাড়ি কোল ওয়াশারি গেটে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে স্থানীয় বেকার যুবক ও মহিলারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কমরেড তপন প্রামাণিকের নেতৃত্বে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দাবিপত্র নিয়ে আলোচনা করেন। কর্তৃপক্ষ কিছু যুবকের চাকরির আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ স্থগিত রাখা হয়। এই কর্মসূচিতে পার্টির ধানবাদ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আর কে তিওয়ারি এবং বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমর চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বন্যা সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আগরতলায় বিক্ষোভ

সাম্প্রতিক বন্যায় কয়েকবার আগরতলা শহর ও শহরতলির মানুষ অস্বাভাবিক দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন। মানুষ হাওরা নদী ও কাটাখালের বাঁধ ভাঙার আতঙ্কে ভুগছেন। কয়েক বছর পূর্বেও অতিবৃষ্টিতে আগরতলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হত, কিন্তু কভার্ড ড্রেইন নির্মাণ শুরু হবার পর থেকে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে আজ সারা শহর প্লাবিত হচ্ছে। এর ফলে পেট্রোল পাম্প, বাজার হাট, যান চলাচল সহ জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি ৮ সেপ্টেম্বর আগরতলায় বিক্ষোভ দেখায়। পরে মেয়রের উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক সভায় বক্তব্য রাখেন।

দাবিগুলি হল— বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করে জলনিকাশি ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে, আরও বেশি সংখ্যায় উন্নত মানের জল নিষ্কাশনের পাম্প বসাতে হবে, হাওরা নদী ও কাটা খালের সংস্কার করতে হবে এবং দুই ধারে বসবাসকারীদের পুনর্বাসন দিয়ে বসতি মুক্ত করতে হবে, শহরের পশ্চিমে খালের বাঁধ থেকে নদীর বাঁধ পর্যন্ত নতুন বাঁধ নির্মাণ করতে হবে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, পুর নিগম এলাকার সকল রাস্তা মেরামত করতে হবে।

জমি হাঙরদের স্বার্থেই কি বাঙ্গালোরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সরানোর ষড়যন্ত্র

বাঙ্গালোর শহরের ইউনিভার্সিটি বিশ্বেশ্বরা কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানটি ১৫ কিলোমিটার দূরে স্থানান্তরিত করার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে এআইডিএসও এবং সেভ এডুকেশন কমিটি। ১৯১৭ সালে স্যার এম বিশ্বেশ্বরার উদ্যোগে ১৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটি একশো বছরে বহুকৃতী ছাত্রের জন্ম দিয়েছে। কলেজ বিল্ডিং জরাজীর্ণ— এই অজুহাতে কলেজটিকে সরানোর কথা বলা হলেও এর পিছনে রয়েছে জমি হাঙরদের লোলুপ দৃষ্টি। এটা আঁচ করেই প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরাও আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ১৭ আগস্ট প্রতিবাদী ধরনায় বক্তব্য রাখেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক রোদ্দম নরসীমা, প্রাক্তন উপাচার্য চিদানন্দ গৌড়া, প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ এন প্রভুদেব, সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক কে উমা, এ আই ডি এস ও-র সহ সভাপতি রবিনন্দন বি বি সহ বহু বিশিষ্টজন। এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, ভারতের অ্যাটমিক কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আর শ্রীনিবাসন।

প্রশ্ন উঠেছে, সরকার টাকা দিলেই তো 'জরাজীর্ণ' বিল্ডিং মেরামত করা যায়। কেন দেওয়া হচ্ছে না? কলেজটি যখন তার প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপন করছে, তখন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার হীন উদ্দেশ্যে তা সরানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রতিষ্ঠাকালের নিরিখে ভারতের পঞ্চম এই কলেজটি এ বছরই সরছে না বলে সরকার ঘোষণা করেছে। আন্দোলনের এই জয়কে চূড়ান্ত জয়ে উন্নীত করতে জোট বেঁধেছে প্রাক্তন ও বর্তমান।

শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে শিলচরে ছাত্র-যুব বিক্ষোভ

শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র কাছাড় জেলা কমিটির নেতৃত্বে ৪ সেপ্টেম্বর প্রায় তিনশো ছাত্র-যুবক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও-র পক্ষে কমরেডস বিজিৎ কুমার সিনহা, পরিতোষ ভট্টাচার্য, অঞ্জন চন্দ এবং এ আই ডি এস ও-র পক্ষে কমরেডস স্বাগতা ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র দাস, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, গৌরীশ দেব, পল্লব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বক্তারা বলেন যে, জেলার প্রতিটি হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে অসংখ্য পদ খালি রয়েছে। বাংলার শিক্ষক-শিক্ষিকারা অঙ্ক এবং বিজ্ঞান ক্লাস করাচ্ছেন। অনেক বিদ্যালয়ে হিন্দি, সংস্কৃত ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষকের পদ ১৫-১৬ বছর ধরে শূন্য রয়েছে। চার ঘন্টা ঘেরাও শেষে উভয় সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, আগামী এক মাসের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

মহিলা-শিশুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশে সমাবেশ

১১ সেপ্টেম্বর ভোপালের নীলম পার্কে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করা, মহিলা ও শিশুদের উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার বন্ধ করা, রাজ্যের ১ লক্ষ ৮ হাজার সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম প্রদান এবং তাদের সমস্ত ঋণ মকুব, জি এস টি বাতিল প্রভৃতি দাবিতে এই সভায় প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুনীল গোপাল।

জনগণের মধ্যে শ্রেণিচেতনার জন্ম দেওয়া বিপ্লবীদের জরুরি কাজ

তিনের পাতার পর

সময়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউন গড়ে তুলে দলের নেতা ও কর্মীদের একই সাথে থাকার ধারণা নিয়ে এলেন। কমিউনে নেতারা এবং সাধারণ কর্মীরা একই সাথে থাকবেন, একে অন্যকে কাছ থেকে দেখবেন। নেতাদের অতি উন্নত সুশৃঙ্খল জীবন যাপন থেকে কর্মীরা নিত্য নতুন উন্নত স্তরের সংগ্রামের অনুপ্রেরণা পাবে, একই ভাবে অতি উন্নত সুসংহত সংগ্রামের (integrated struggle) মধ্য দিয়ে নেতাদের আরও উন্নত স্তরে উত্তরণ সম্ভব হয়ে উঠবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও বললেন, এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারলে, কর্মীদের তো বটেই এমনকী নেতাদেরও কোনও ধরনের বিচ্যুতি রুখে দেওয়া সম্ভব হবে। আবার এর মধ্য দিয়ে প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি চরিত্র গড়ে তোলা সহজতর হবে।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, দেশ তথা বিশ্বের পরিস্থিতির উপর আপনারা নিশ্চয়ই চোখ রাখছেন। গোটা বিশ্বই আজ মুখ্যত পুঁজিবাদের কবজায়। কিন্তু পুঁজিবাদের অধঃপতন আজ নিম্নতম স্তরে পৌঁছেছে। পুঁজিবাদ আজ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। এরই ফলে শোষণ নির্যাতনের তীব্রতা অভাবনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকল দেশেই অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্যবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য পুঁজিপতিরা নিকৃষ্ট পন্থার আশ্রয় নিচ্ছে। যে কোনও সময় যে কোনও জায়গায় যুদ্ধ লাগাবার চেষ্টা করছে। দেশে দেশে উগ্র জাতিবিদ্বেষের জন্ম দিচ্ছে, যুদ্ধোন্মাদনার পরিবেশ সৃষ্টি করছে। শোষণ বিধ্বস্ত জনসাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যও এর মধ্যে কাজ করছে। একই ভাবে জনসাধারণের চোখে ধুলো দিতে তারা সংসদীয় রাজনীতি অর্থাৎ ভোটের রাজনীতির মধ্যে জনসাধারণকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা বলছে, রাষ্ট্রক্ষমতা, দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব তো জনগণের হাতেই রয়েছে, কারণ জনগণের হাতেই তো ভোটাধিকার রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে জনসাধারণ তাদের পছন্দ অনুসারে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন, নতুন সরকার গড়তে পারেন। শোষণ জর্জরিত জনসাধারণকে অবিরাম তারা বোঝাচ্ছে— সার্বজনীন ভোটাধিকারের অধিকারী হয়ে জনসাধারণই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সবচেয়ে উদ্বেগের কথা হচ্ছে চূড়ান্ত প্রতারণামূলক এই চিন্তার প্রভাব জনসাধারণের মধ্যেও অত্যন্ত গভীরে কাজ করছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই ভোটের রাজনীতি অসার, এর দ্বারা জনসাধারণের শোষণমুক্তি হতে পারে না বরং শোষণের তীব্রতা আরও বাড়বে। লেনিনের ভাষায়, পুঁজিবাদী দেশে নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে, আগামী পাঁচ বছর জনসাধারণকে কে শোষণ করবে, তারই নির্বাচন। তাঁর জীবদ্দশায় কমরেড শিবদাস ঘোষ এই গোলকধাঁধা থেকে জনসাধারণকে বের করে নিয়ে আসার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন। এই কথাটাও তিনি বারবার জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আপাতদৃষ্টিতে দেশে অনেক রাজনৈতিক দল থাকলেও এমনকী তাদের মধ্যে লড়ালড়ির ভাব থাকলেও, একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখালেও, এগুলো হচ্ছে নকল লড়াই, আসলে তাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বই নেই, পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে তারা সকলেই এক। তাই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, এই দিক থেকেই, এই অর্থেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে দু'টি রাজনৈতিক পক্ষ বিদ্যমান। একদিকে সমস্ত পুঁজিবাদী দল মিলে একটা পক্ষ আর অন্য দিকে শোষিত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করার অতন্দ্র প্রহরী বিপ্লবী রাজনৈতিক দল— সেটা আর এক পক্ষ। এই পরিস্থিতিতেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার বলেছেন যে, ভোট বা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুঁজিপতি শ্রেণির এই ষড়যন্ত্র জনসাধারণকে ধরিয়ে দিতে হবে, পরিষদীয় রাজনীতির মোহ থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করতে হবে। জনসাধারণকে বোঝাতে হবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে রাজনীতির দুই রূপ— শোষকের রাজনীতি আর শোষিতের রাজনীতি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ভোটের রাজনীতি শোষকের রাজনীতি। তাই শ্রমিক শ্রেণির সম্পূর্ণ শোষণমুক্তির জন্য শোষক পুঁজিপতি শ্রেণিকে বিপ্লবের আঘাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। এই কাজ কোনও ভাবেই ভোটের মাধ্যমে সম্ভব নয়। বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতিতে ভোটের মাধ্যমে এমনকী মৌলিক পরিবর্তনও সম্ভব বলে যে ধারণা এবং মোহ জনসাধারণের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, তাকে নির্মূল করার পথনির্দেশ করতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, বিপ্লবী দলের নেতা কর্মীরা জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে তাদের ন্যায্য দাবি দাওয়া নিয়ে লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন এবং একই সাথে তাদের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রামও পরিচালনা করবেন। এর মধ্য দিয়েই জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও শিক্ষিত করতে হবে। এই পথেই জনসাধারণকে সংসদীয় রাজনীতির মোহ থেকে মুক্ত করতে হবে। শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে এবং জনগণের মধ্যে শ্রেণিচেতনার জন্ম দিতে হবে। এটা বিপ্লবী দলের জরুরি করণীয় কাজ। সঠিক ভাবে এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিজের পরিবর্তনের প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে। কোনও ধরনের বুর্জোয়া চিন্তা, বুর্জোয়া সংস্কৃতি যাতে অজ্ঞাতসারেও নিজের ভিতরে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সকলকে সদা সজাগ থাকতে হবে। এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে কীভাবে এই মহান বিপ্লবী আমৃত্যু দিনে প্রায় ১৮ ঘণ্টা কথা বলেছেন, নেতা-কর্মীদের তৈরি করতে কখনও কমরেডদের একত্রিত করে, কখনও বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবিরাম আলোচনা করেছেন, কমরেডদের শিক্ষিত করেছেন, স্টাডি ক্লাস নিয়েছেন, শিক্ষাশিবির নিয়েছেন, জনসভা করেছেন। এই সংগ্রাম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে উপরে উপরে বক্তৃতা করা নয়, ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার সংগ্রাম। কী কঠিন সংগ্রাম তিনি করে গেছেন আপনারা নিশ্চয়ই তা অনুভব করার চেষ্টা করবেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে চিকিৎসকরা উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলেন, আপনার শরীরের যা অবস্থা এই ধরনের চাপ আপনি এখন আর একেবারেই নিতে পারবেন না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এই কাজ না করে আমার পক্ষে জীবনধারণ করাও তো কঠিন। পরবর্তীতে যা হবার তাই হয়েছে। তাঁকে আমরা অকালে হারিয়েছি। এই প্রসঙ্গে আমি যে কথাটা আপনাদের বলতে চাই তা হল, জীবদ্দশায় কমরেড শিবদাস ঘোষ অতি উচ্চ স্তরে নিজের জীবনে আপসহীনভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং এই পথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উন্নততর উপলব্ধির জন্ম দিয়েছেন। তাই তাঁর জীবনের সকল কিছুর মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার উপাদান। এই প্রশ্নে আমাদের সকলকেই সচেতন থাকতে হবে।

আপনারা লক্ষ করছেন, সমগ্র দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা হচ্ছে। আরএসএস, বিজেপি জনসাধারণকে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভাজিত করার কাজ করে চলেছে। অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতা যত বাড়ছে, ততই মানুষকে জাতের নামে ধর্মের নামে বিভাজিত করার চেষ্টা চলছে। অন্য দিকে অর্থনৈতিক সংকট কী পর্যায়ে পৌঁছেছে! তীব্র বেকার সমস্যা, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, প্রতিদিন ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমিক ছাঁটাই, সীমাহীন দুর্নীতি— এই সব জ্বলন্ত সমস্যা জীবনধারণ অসম্ভব করে তুলেছে। মানুষ বেঁচে থাকার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। গ্রামে জমি নেই, প্রতিদিন ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রামে বেঁচে থাকার কোনও উপায় না পেয়ে দেশের সর্বত্র হাজারে হাজারে মানুষ শহরের দিকে ছুটছে। শত শত কৃষক আত্মহত্যা করছে। এই তো দেশের বাস্তব চিত্র। এই অবস্থায় জনসাধারণকে পথ দেখানোর জন্য আমাদের বাইরে আর কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক দল তো বহু আছে। আমাদের বাইরে বাকি সবাই তো পুঁজিবাদের সঙ্গে আপসের পথ বেছে নিয়েছে। কংগ্রেস চূড়ান্ত discredited হয়ে যাওয়ার ফলে বিকল্প হিসাবে যে বিজেপি ক্ষমতায় এল, সেই বিজেপিও অত্যন্ত নিষ্ঠায় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থেই সমস্ত নীতি প্রণয়ন করছে। সর্বনাশা নোট বাতিল, জিএসটির প্রবর্তন এইসব আপনারা দেখছেন। এগুলো হচ্ছে জনসাধারণকে শোষণ করার নিত্যনতুন পন্থা। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলের যে ধারণা এতাবৎকাল ছিল সেটা আজ আর নেই। এই সব বিরোধীরা ধাপ্পা দেওয়ার জন্য কেবল মুখেই বিরোধিতার ভান করে। তলে তলে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার্থে এরা এক এবং অভিন্ন। সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংগঠিত করা, আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সংসদে বিরোধীর কার্যকরী ভূমিকা পালন করা— এই জায়গায় কোনও দলকেই তো দেখা যাচ্ছে না। এমনকী বামপন্থী হিসাবে অভিহিত দল সিপিআই, সিপিএম পর্যন্ত সকলেরই একই অবস্থান। সরকারের জনবিরোধী পদক্ষেপকে প্রতিহত করার দায়িত্ব নিয়ে একটা বিবৃতি পর্যন্ত এরা আজ দিতে চায় না। পুঁজিপতি শ্রেণিকে বিরক্ত করতে চায় না। বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভাতে তাদের যে কিছু প্রতিনিধি আছেন, সেটাও দেশের জনসাধারণ আজ প্রায় বুঝতেই পারে না। ফলে সংসদ, বিধানসভাগুলো এখন কার্যত বিরোধীশূন্য। অত্যন্ত মারাত্মক কথা হচ্ছে, সংসদে এখন কোনও আলাপ আলোচনা নেই। সংসদকে এড়িয়ে বিজেপি অধ্যাদেশের মাধ্যমে কাজ করছে। এই সেদিন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তাঁর বিদায়ী ভাষণে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আইন প্রণয়নের পরিবর্তে কেবল অধ্যাদেশ জারি করে কাজ চলছে। এটা অত্যন্ত মারাত্মক কথা, ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি। সবচেয়ে উদ্বেগের কথা, বিজেপির এইসব কার্যকলাপকে প্রতিহত করার জন্য সংসদের ভিতরে ও বাইরে কোনও বলিষ্ঠ প্রচেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না। স্পষ্টতই এই কর্তব্য পালনের ইতিহাস-অর্পিত দায়িত্ব আমাদের উপরই বর্তাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দলের কার্যকলাপের অভিমুখ হচ্ছে সমস্ত উপায়ে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা, দলকে আরও বিস্তৃত করা, জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তোলা। লক্ষণীয় বিষয়, যেখানে যতটুকু কাজ হচ্ছে সেখানেই জনসাধারণ দলের প্রতি, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন কেবল তাই নয়, জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলটা বড় হোক, দলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটুক। রাজ্য সম্পাদকের কাছ থেকে আপনারা শুনেছেন, এই রাজ্যেও আমাদের কর্মীরা যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আন্দোলনের তহবিল সংগ্রহ করেন, জনসাধারণ হাত উজাড় করে ৫০ টাকা ১০০ টাকা এমনকী ৫০০ টাকা পর্যন্ত দিয়ে যান, দাঁড়িয়ে কর্মীদের সাথে কথা বলে খবর নেন দলের কোথায় কী কাজ হচ্ছে। ফলে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দ্রুত জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করছে। কাজ সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে আজ আপেক্ষিক অর্থে বাইরের দিক থেকে আমাদের তেমন কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই। আমাদের সমস্যা মুখ্যত অভ্যন্তরীণ এবং আমাদেরই চেষ্টায় তা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে।

পরিশেষে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে দু'একটি কথা আপনাদের না বললেই নয়। রাজ্যের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সমগ্র দেশে যে কঠিন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান আসামেও একই পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত। কিন্তু তার বাইরেও আরেকটা মারাত্মক ধরনের সমস্যা আসামের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। দীর্ঘ দিন থেকেই আসামে উগ্র সাম্প্রদায়িক চিন্তা, উগ্র বিভাজনবাদী চিন্তা, পৃথকতাবাদী চিন্তা, জাতিবিদ্বেষ মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। ভ্রান্ত পথে ভ্রান্ত ভাবে মানুষকে মারমুখী করে তোলার চেষ্টা চলছে। মারাত্মক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র জাতিবিদ্বেষ, অতি উগ্র পৃথকতাবাদ, আসামে আজ সংহার মূর্তি ধারণ করেছে। গরিব খেটে খাওয়া মানুষ আর এক জনগোষ্ঠীর গরিব খেটে খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দেশের এবং রাজ্যের পুঁজিপতিদের মদতে তাদের তাঁবেদার রাজনৈতিক দলগুলি মানুষকে আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে।

আপনারা জানেন, ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো ১৯২০-র দশক থেকে আসাম সহ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষেই বিভিন্ন জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়েই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন দেশ ভারতবর্ষ গড়ে তোলার আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছিল। এটা তো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, পৃথকতাবাদ তো এক দেশ, এক রাষ্ট্র, এক আদর্শ— ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তার ভিত্তিতে স্বাধীন ভারত গড়ে তোলার এই আন্দোলনের সামনে কোনও প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করেনি। তাহলে আজকের এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হল কী করে? এই বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনা আজকের এই সভায় করা যাবে না। কিন্তু একটা কথা আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, কেবল আসাম নয়, কেবল ভারত নয়, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের অধীন গোটা বিশ্বেই শ্রেণি বিভাজনের বাস্তবতা, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের অপরিহার্যতা,

সাতের পাতায় দেখুন

জাত-পাত-ভাষা-বর্ণ-ধর্মের নামে জনগণকে বিভক্ত করে দেওয়া হচ্ছে

ছয়ের পাতার পর

মার্কসীয় দর্শন-বিজ্ঞানকে কঠোর ভাবে অনুসরণ করতে না পারলে কোনও সত্যেরই সন্ধান পাওয়া যাবে না। দেশের সর্বত্র শ্রেণি চেতনার ভিত্তিতে মার্কসবাদী আন্দোলন শক্তিশালী রূপে গড়ে না ওঠার সুযোগ নিয়ে, শ্রেণি শোষণ-শ্রেণি চেতনাকে যথাসম্ভব চাপা দিয়ে, পুঁজিপতি শ্রেণির করতলগত দেশ এবং রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্যে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

এই প্রসঙ্গে মহান লেনিনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কথা আপনাদের স্মরণ করাতে চাই। 'গণতন্ত্র' 'গণতন্ত্র' বলে যখন বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রবক্তারা অনর্থক চেঁচামেচি করছিল, লেনিন তখন তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, মুষ্টিমেয় শোষক এবং ৯০-৯৫ ভাগ শোষিত জনসাধারণে বিভক্ত কোনও একটি দেশে বা সমাজে তোমাদের গণতন্ত্রের ধারণা কার পক্ষে এবং কার বিপক্ষে, সেটা স্পষ্ট করে বল। যদি না বল তা হলে তোমরা হয় অতি ধুরন্ধর আর না হয় অতি অজ্ঞ। মহান কার্ল মার্কস বিশ্বের শোষিত নির্যাতিত শ্রেণির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম যে আবেদন 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর মধ্য দিয়ে জানিয়েছিলেন তার মর্মার্থ হল, গোটা বিশ্বের জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্য একটাই— মুষ্টিমেয় একদল ধনী শোষক আর বাকি সকলেই দরিদ্র এবং শোষিত। মার্কসের এই মৌলিক শিক্ষাকে আরও ব্যাখ্যা করে মহান লেনিন বলেছেন, যে কোনও বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরস্পরবিরোধী এই শ্রেণি বিভাজনের সত্যতা ভুললে চলবে না। তার থেকে উদ্ভূত শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে হবে। শুধু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সমাজে বিদ্যমান সকল চিন্তা ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি— সকল ক্ষেত্রেই এই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেই সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে হবে। আসামের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদেরও এই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই তা করতে হবে। আমরা যারা ভারতীয় তারা কি শ্রেণি বিভাজনের ঊর্ধ্বে? অতি অবশ্যই না। যারা নিজেদের হিন্দু বলেন কিংবা মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি বলেন, অসমীয়া কিংবা বাঙালি বলেন, তাঁদের কেউই কি শ্রেণি বিভাজনের ঊর্ধ্বে? অবশ্যই না। প্রত্যেকটি সমাজই ধনী-গরিবে বিভক্ত। ধনী শ্রেণির স্বার্থ এবং গরিব জনসাধারণের স্বার্থ কোনও অবস্থাতেই এক এবং অভিন্ন নয়। এই দুইয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা হচ্ছে বিরোধাত্মক। এই সত্যকে যে কোনও ভাবেই হোক, চাপা দিয়ে ধনিক শ্রেণি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জাত-পাত- ভাষা-বর্ণ-ধর্মের নামে চূড়ান্ত মিথ্যা প্রচার চালিয়ে শোষিত জনসাধারণকে মরণ ফাঁদে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে, এমনকী তাদের রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত করার চেষ্টাও করছে। সমস্ত সমস্যার এমনকী আসামের বিশেষ সমস্যারও মূল এখানেই নিহিত। মিথ্যাচার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে— উগ্র সাম্প্রদায়িক, উগ্র জাতিবিদ্বেষী, পৃথকতাবাদী শক্তিগুলি সমস্বরে চিৎকার করছে— প্রতিদিন হাজারে হাজারে বাংলাদেশি বিদেশিরা গোপনে আসামে অনুপ্রবেশ করছে। এর ফলেই আসামে অসমীয়াভাষী মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। তাঁরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছেন, তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে। এই সব ধূর্ত আবেগময় প্রচারের ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন, মারাত্মক পরিণাম সৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এই প্রচারগুলি নির্জলা মিথ্যা, এক ফোঁটা সত্যও এগুলির মধ্যে নেই। প্রথম কথা, গোপন অনুপ্রবেশ কেউই সমর্থন করে না। আইনি পথেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। দ্বিতীয় কথা, সীমান্ত সুরক্ষিত থাকলেও এখানে সেখানে গোপন অনুপ্রবেশ পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটে এবং তারও মূল কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি। আসামের ক্ষেত্রেও গোপন অনুপ্রবেশ এখানে সেখানে ঘটতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন হাজারে হাজারে বিদেশি নাগরিক আসামে অনুপ্রবেশ করছে, এটা ডাহা মিথ্যাচার। সত্যের উপর স্টিম রোলার চালানো। এরা অস্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছে বলে মানুষের আবেগকে খুঁচিয়ে তুলছে। এর সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য প্রশ্ন তো এই ভাবেই উত্থাপন করতে হবে— কোন শ্রেণি, কোন শ্রেণির অস্তিত্ব কীভাবে বিপন্ন করছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বত্রই জনসংখ্যার ৯০-৯৫ ভাগই গরিব শোষিত খেটে খাওয়া জনসাধারণ। তাঁরা কবে কোথায় কীভাবে অপর এক অংশের জনসাধারণের অস্তিত্ব বিপন্ন করলেন, ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্ত তো একটাও নেই। এরা বলছে, অসমীয়াভাষীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয় তো রাষ্ট্রযন্ত্র কোন শ্রেণির হাতে রয়েছে তার আধারেই বিচার করে দেখতে হবে। মার্কসবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র হচ্ছে শাসক শ্রেণির হাতে অপর শাসিত শ্রেণিকে অবদমিত করার একটি হাতিয়ার। আমাদের মতো পুঁজিবাদী দেশে শোষিত মানুষকে নিপীড়ন করার একটি হাতিয়ার। এর অর্থ হচ্ছে এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে সর্বময় রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে। এই জন্যই সত্য নির্ধারণের জন্য প্রশ্ন এই ভাবেই উত্থাপিত হওয়া দরকার— কোন শ্রেণি, কোন শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে। শোষক ধনী শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা আর জনসংখ্যার ৯০-৯৫ ভাগ শোষিত গরিব জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারণা তো এক হতে পারে না। ধনিক শ্রেণি শোষকরা রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করে শোষিত গরিব জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিনিয়ত কেড়ে নিচ্ছে। এটাই তো বাস্তব সত্য। এই বাস্তব অবক্ষয়ের নিরিখেই পৃথকতাবীদের প্রচারের সারবত্তা বিচার করতে হবে। ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে, একমাত্র ধনিক শ্রেণি, পুঁজিপতি, সাম্রাজ্যবাদীরাই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালায়, তাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার হরণ করে তাদের পদানত করে রাখার চেষ্টা করে। ইতিহাসে এমন কোনও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একটা দেশের কিংবা অন্য দেশের শোষিত গরিব জনসাধারণ নিজ দেশ কিংবা অন্য দেশের গরিব জনসাধারণের ভাষা-সংস্কৃতির উপর হামলা চালিয়েছেন। পুঁজিপতি শ্রেণির প্ররোচনার ফলে তারা কখনও কখনও সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এছাড়া গরিব জনসাধারণ একে অপরের সমব্যথী, একে অপরের দুঃখ বোঝেন, ভাষা-সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে আদান প্রদান ঘটে। সবকিছুই পারস্পরিক আন্তরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আসামে এই সব মিথ্যাচার করেই পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের তাঁবেদাররা গরিব শোষিত জনসাধারণের একাংশকে তাদেরই আর এক অংশের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধসদৃশ পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বলাবাহুল্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসরণ করে সকল সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আন্দোলন গড়ে তোলার পথে ভাবগত সংগ্রাম সূচনা করে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে। এই প্রসঙ্গে এই কথাটাও আমি আপনাদের বলতে চাই যে, কারণ ছাড়া কোনও কিছুই ঘটে না। দীর্ঘ দিন ধরে ভুল চিন্তা ভাবনার অবাধ চর্চাই আসামের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টির মূল কারণ। স্বাধীনতার পর থেকেই আসামে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার চালিয়ে জনসাধারণকে মারাত্মকভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। অথচ পুঁজিপতি শ্রেণির এবং তাদের তাঁবেদারদের এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এখানে হল না। সিপিএম, সিপিআই, সিপিআইএমএল(লিবারেশন), আরসিপিআই ইত্যাদি বামপন্থী দলগুলো বহু দিন থেকে এখানে কাজ করছে। বিধানসভায় সি পি আই, সি পি এম, আর সি পি আইয়ের সদস্যরাও ছিলেন বহু দিন। কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষতিকারক এই চিন্তার বিরুদ্ধে এঁরা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করেননি। দীর্ঘদিন থেকে আসামে আরএসএস কাজ করছে। আরএসএস, বিজেপি সারা ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে এই প্রচার চালিয়েছে যে মুসলমানরা তোমাদের গ্রাস করবে। হিন্দু ধর্ম থাকবে না। একই ধারাতে আসামেও ওরাই বিষ ছড়িয়েছে। মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। ৮০'র দশকের আসাম আন্দোলনের সেই ভয়াবহ দিনগুলো আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি এনআরসি বা নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের নামে ৪০/৫০ লক্ষ ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁরা নিশ্চিতরূপে ভারতীয় নাগরিক তাঁদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কী ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে ভেবে দেখুন। আসামের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিরসন করার জন্য শক্তিশালী ভাবগত আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এই সমস্যার একেবারে গোড়ায় গিয়ে জনসাধারণকে সত্য ধরিয়ে দেওয়ার কাজ একমাত্র আমরাই করছি। এই অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে আসামের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শ্রেণিচিন্তার ভিত্তিতে সত্য ধরিয়ে দেওয়ার সংগ্রাম তীব্রভাবে পরিচালনা করা। সমস্ত অংশের জনগণকে বোঝাতে হবে, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, পৃথকতাবাদ, সংকীর্ণ গোষ্ঠী চিন্তা কোনও অংশের জনসাধারণেরই কোনও মঙ্গল করতে পারে না, তা সর্বনাশই ডেকে আনে। মহান মার্কসের আহ্বান— বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ এক হোক। মার্কসের এই আহ্বানের নির্যাসটাকে সমস্ত শোষিত মানুষকে বাস্তবসম্মত ভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে। এই আহ্বান জানিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির পক্ষে নির্লজ্জ সাফাই

একের পাতার পর

বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে যখন অর্ধেকেরও নিচে নেমে গেছে তখন মোদি সরকার তার সাথে সঙ্গতি রেখে দাম কমানোর পরিবর্তে কেন দাম বাড়াচ্ছে? ২০১৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ মোদি সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ১২৫ ডলার। এখন বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে দাঁড়িয়েছে ব্যারেল প্রতি ৫৩ ডলার। অথচ দেশের বাজারে দাম কমানোর পরিবর্তে পেট্রোলের দাম গত এক মাসে সাড়ে সাত টাকা বাড়ানো হয়েছে। এর নাম কি জনদরদ? না কি মূল্যবৃদ্ধির তপ্ত কড়াইয়ে আমজনতাকে ভেজে মালিক শ্রেণির উদরপূর্তির ব্যবস্থা?

পেট্রোপণ্যের দাম বিনিয়ন্ত্রণ করার সময় বলা হয়েছিল দামের উপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। বাজারের দ্বারাই দাম নির্ধারিত হবে। তখনই এস ইউ সি আই (সি) প্রতিবাদ করে বলেছিল এটা সরকারের মিথ্যাচার। সরকার পেট্রোপণ্যের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর মধ্য দিয়ে একে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। এ দিকে বিনিয়ন্ত্রণের তাস দেখিয়ে সরকার বলছে দাম কমানো তার দায়িত্ব নয়। সে দায়িত্ব বাজারের। এই প্রতারণা কি জনগণ মেনে নেবেন? এই ধূর্ত সরকারের চালাকিতে ভুলবেন?

গরিবের স্বার্থরক্ষার কথা বলতে বলতেই রেশনে খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ কেন্দ্রীয় সরকার মারাত্মকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। নোট বাতিল করেছিলেন তাঁরা গরিব মানুষের স্বার্থের কথা বলেই, কৃষিতে ভরতুকির দাবি ওঠায় মধ্যপ্রদেশে বিজেপিরই সরকার গুলি চালিয়ে কৃষক হত্যা করে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্দ এত কম যে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে চিকিৎসা করাতে গিয়ে। শিক্ষাখাতেও সরকার পর্যাপ্ত টাকা দিচ্ছে না। সরকার বাস্তবে ভরতুকি দিচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণিকে। সেজের নামে কোটি কোটি টাকার সুবিধা মালিকদের পাইয়ে দিচ্ছে। ব্যাঙ্ক থেকে যে কোটি কোটি টাকা মালিকরা ঋণ নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না, সরকার সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা থেকে সেই ঋণ মেটাচ্ছে। একই ভাবে তেলের দাম বাড়িয়ে পাওনা টাকা সরকার গরিবদের জন্য নয়, মালিকদের জন্যই ব্যবহার করবে। চিরকাল তাই করে এসেছে।

পানীয় জলের দাবিতে বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

পানীয় জলের সংকট সমাধান, রাস্তা সংস্কার, রেশনে দুর্নীতি বন্ধ, এলাকায় মদের দোকান বন্ধ, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া প্রদান প্রভৃতি দাবিতে ৩১ আগস্ট পূর্ব মেদিনীপুরের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বল্লুক -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এস ইউ সি আই (সি) দলের উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে এলাকার চার শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস গোপাল সিংহ, গুরুপদ সাঁতরা, সুদীপ বাগ, নিখিল সাঁতরা, অনিতা মাইতি। পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস অরুণ জানা, বাসুদেব সামন্ত এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধি প্রশান্ত ঘড়া, সোমনাথ ভৌমিক।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

বুদ্ধিজীবী মঞ্চের আহ্বানে অধ্যাপক তরুণ সান্যাল স্মরণসভা

*শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক তরুণ সান্যাল ২৮ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্মরণে মঞ্চের পক্ষ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে এক সভায় বিশিষ্টজনেরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন প্রয়াত কবির অবদানকে। **গোপালকৃষ্ণ গান্ধী, সুমিত সরকার, তনিকা সরকার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস, অপর্ণা সেন প্রমুখের পাঠানো শোকবার্তা পাঠ করা হয়।** সভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাবে বলা হয় ঃ*

বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন সুজাত ভদ্র, পবিত্র গুপ্ত, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, মীরাতুন নাহার, বিমল চাটার্জী, তপন রায়চৌধুরী, তরুণ মণ্ডল, তরুণ নস্কর, মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত প্রমুখ।

'... বর্তমান সময়ে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ে কৃষক ও আদিবাসী সমাজের যে ঐতিহাসিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল তার সমর্থনে শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, আইনবিদ, চিকিৎসক সহ বিদ্বজ্জনদের সংহতি আন্দোলন গড়ে তোলায় অধ্যাপক তরুণ সান্যালের ভূমিকা এ রাজ্যের ও দেশের সংগ্রামী মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

অধ্যাপক তরুণ সান্যালের জন্ম ১৯৩২ সালের ২৯ অক্টোবর অবিভক্ত বাংলার পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের পর্জনা গ্রামে। মাত্র ১০ বছর বয়সে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে দাদার হাত ধরে তিনি প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে বর্ধমান রাজ কলেজে অধ্যয়নের সময়ে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। কলেজ জীবনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কারারুদ্ধ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। অধ্যাপনায় যুক্ত হয়ে প্রথমে বালুরঘাট কলেজে ও পরে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যাপনা করেন।

১৪ বছর বয়সে স্কুল জীবনে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মাটির বেহালা' ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হওয়ার পরই আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরপর তাঁর পঁচিশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৬ সালে 'শব্দেশ্বরী সর্ব্বেশ্বরী' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। নন্দীগ্রামে কৃষকদের উপর গুলিচালনার প্রতিবাদে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন এবং পুরস্কারের অর্থ নন্দীগ্রাম ত্রাণ তহবিলে দান করেন। কাব্যগ্রন্থ ছাড়া তাঁর ২১টি কাব্যনাট্য নিয়ে ৭টি গ্রন্থ রয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে একাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থ। এ ছাড়া সম্পাদিত গ্রন্থ। তাঁর সম্পাদনায় রমেশচন্দ্র দত্ত'র 'ভারতবর্ষের অর্থনীতির ইতিহাস' যেমন একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তেমনি 'অর্থনীতিবিদ মার্কস', 'ভবিষ্যৎ সমাজ প্রসঙ্গ', 'অবাধ্যতার সপক্ষে' প্রভৃতি তাঁর সাড়া জাগানো বই। তিনি ছাত্রজীবনে যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'একতা' প্রকাশ করেন তেমনি 'কবিতা সীমান্ত', 'রুশ ভারতী', 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনার সাথেও যুক্ত ছিলেন। তিনি গত চার দশক 'সপ্তাহ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এবং এক যুগ এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

কবি এবং অধ্যাপক হিসাবে তিনি নিরুপদ্রব শান্তির জীবন কখনও বেছে নেননি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে তাঁর গৌরবজনক ভূমিকার জন্য সে দেশের সরকার তাঁকে সম্মানিত করে।

সু-বাগ্মী, সু-লেখক, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল সমাজপ্রগতি এবং মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি, অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম, নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি, বিদ্যাসাগর-শরৎচন্দ্র অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালন কমিটি প্রভৃতি সংগঠনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক সংহতি কমিটির সভাপতি র‍্যামসে ক্লার্ক (আমেরিকার প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল) কলকাতার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সেই সভার সভাপতিত্ব আসন অলংকৃত করেন প্রয়াত কবি তরুণ সান্যাল। ...

ন্যায়সঙ্গত কৃষক আন্দোলন তথা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিল্লিতে বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশব্যাপী অসহিষ্ণুতা, যুক্তিবাদী, প্রতিবাদীদের হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নারী নির্যাতন, শিক্ষার অধিকার হরণ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানের অবনমন ও শিক্ষার প্রাঙ্গণকে কলুষিত করার প্রতিবাদে অশক্ত শরীর নিয়েও রাজপথে নেমে এসেছেন। ...

'বুদ্ধিজীবী মঞ্চ' আগামী দিনেও সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। আমৃত্যু প্রতিবাদী আপসহীন সংগ্রামী এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং তাঁর আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কর্ণাটকে 'আশা' কর্মীদের আন্দোলনে দাবি আদায়

স্বাস্থ্যদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত 'আশা' কর্মীরা গ্রাম ও শহরের গরিবদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। অথচ সরকার তাঁদের বাঁচার মতো মজুরির ব্যবস্থা করেনি, এমনকী দেয়নি শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কর্ণাটক স্টেট আশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। অবিলম্বে ন্যূনতম মাসিক

বেতন ৬ হাজার টাকা কার দাবিতে ইউনিয়নের ডাকে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে শুরু হয় আশা কর্মীদের অনির্দিষ্টকালীন অবস্থান আন্দোলন। এদিন সিটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১৫ হাজার আশাকর্মী সুশৃঙ্খল মিছিল করে যখন ফ্রিডম পার্কের দিকে যাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন তা এক গোলাপী নদীর স্রোত। এই মিছিল শহরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই দুর্মূল্যের বাজারে মাত্র ৬ হাজার টাকা বেতনের দাবি— এটাও কি সরকার দিতে পারে না—প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

বাঙ্গালোরের নাগরিকরা এই আন্দোলনের পক্ষে অভূতপূর্ব সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন। আন্দোলনের পক্ষে সংহতি জানিয়ে অবস্থান মঞ্চে এসে বক্তব্য রেখেছেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডা. শালিনী রজনীশ, রূপা হাসান, স্বাস্থ্য ও পরিষেবা কল্যাণ বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ নটরাজ, প্রবীণ আইনজীবী হেমলতা মহিষী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক দেবানুর মহাদেব, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল অধ্যাপক রবিবর্মা কুমার, সমাজসেবী পি মল্লেশ। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কে উমা, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সভাপতি ডাঃ সুধা কামাথ, এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সভাপতি কমরেড অপর্ণা বি আর। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড ডি নাগালক্ষ্মী।

ইউনিয়ন দাবি তোলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অবস্থান স্থলে এসে সমস্যার কথা শুনতে হবে এবং দাবি পূরণ করতে হবে। আন্দোলনের প্রতি বিপুল জনসমর্থন লক্ষ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী রমেশ কুমার মঞ্চে আসেন এবং মাসিক ৬ হাজার টাকা বেতন দেওয়ার আশ্বাস দেন।

নিরাপত্তার দাবিতে ডাক্তারদের মিছিল

হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, চিকিৎসক নিগ্রহকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, শূন্য পদে নিয়োগ ও পরিকাঠামোর উন্নয়নের দাবিতে এবং ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর ৩০৪, ৩০৪/এ এবং পকসো আইন প্রয়োগের প্রতিবাদে ১৩ সেপ্টেম্বর সহস্রাধিক ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী কলকাতায় মহামিছিল করেন। চিকিৎসক আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ডক্টরস ভয়েজ অফ বেঙ্গল (উদ্ভব) -এর ডাকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এই মহামিছিল ধর্মতলা পৌঁছয়। সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, ডব্লিউবিডিএফ-র পক্ষে ডাঃ অর্জুন দাশগুপ্ত, এএইচএস ডি-র পক্ষে ডাঃ গৌতম মুখার্জী ডিএফডি-এর পক্ষে ডাঃ অমিত পান মিছিলে নেতৃত্ব দেন। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। এ ছাড়াও জুনিয়র ডক্টরস ইউনিটি এবং বেঙ্গল নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

পূর্বে জানানো সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিনিধি স্মারকলিপি গ্রহণের জন্য না আসায় ক্ষুব্ধ নেতৃবৃন্দ বলেন, আন্দোলন তীব্রতর করতে নবান্ন অভিযান, চিকিৎসকদের একদিনের আউটডোর বয়কটের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যাতে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং চিকিৎসকদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন।

প্রকাশিত
গণদাবী
নভেম্বর বিপ্লব শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org